R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
ভারতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটী লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে পৌষ, বুধবার, ১৪১২ সাল।
১১ই জানুয়ারী ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

কংগ্রেসকে মজবুত করতে নেতৃত্বের লোভ ছাড়ার কথা অনেকের বক্তব্যেই প্রকাশ পেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের রবীন্দ্র ভবনে গত ৫ জানুয়ারী জঙ্গিপুর মহকুমা কংগ্রেস কমিটি আয়োজিত এক সভায় রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি অমিতাভ চক্রবর্তী, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি অরিৎ মজুমদার, জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মানস প্রামাণিক ছাড়া জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের নেতারা উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক যুবনেতা অজয় চ্যাটার্জী। উদ্বোধনী ভাষণে জঙ্গিপুর পুরসভার বিরোধী দলনেতা বিকাশ নন্দ আবেগের সঙ্গে বলেন, সিপিএম এবং পুলিশের ত্রাস অধীর চৌধুরী পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ ও তিনটে লোকসভা আসন দখল করে দেখিয়ে দিয়েছেন বামফ্রন্টের তাঁবেদারদের সংগঠন কিভাবে করতে হয়। আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীটের ইশারায় পুলিশ সুপারকে দিয়ে অধীর চৌধুরীকে গ্রেপ্তারের ঘৃণ্য রাজনীতির কথাও বিকাশ তাঁর ভাষণে ব্যক্ত করেন। রাজ্য যুব নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে পাহাড় থেকে সাগর সমস্ত অঞ্চলে অধীর চৌধুরীকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে সেটাই প্রমাণ করছে অধীর চৌধুরীর জনপ্রিয়তা বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন—আমাদের গ্রামবাংলার ছেলেরা মার খাবে আর বিদেশী কোম্পানী লাভবান হবে, এটা বরদাস্ত করা যায় না। জেলা যুব নেতা অরিৎ মজুমদার তাঁর বক্তব্যে জানান—সিপিএম নির্লজ্জভাবে পুলিশকে নিজেদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আই জি নজরুল ইসলাম ওদের চক্ষুশুল হয়েছেন। অধীরবাবু ভাঙন, প্লাবন, দূষণ-এর প্রতিবাদে ১৭৫ কিমি পদযাত্রা করে সিপিএমের টনক নাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি গান্ধীজীর 'ডু অর ডাই' নীতিতে বিশ্বাসী। (শেষ পৃষ্ঠায়)

জল শোধন উভয় পারে একই প্রক্রিয়ায় চলছে—পুরপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিশ্বের পানীয় জলের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ ১৩৩ নম্বরে। মুর্শিদাবাদ তথা জঙ্গিপুর কোথায় ? তা জানা যায় রোগের বহর দেখে। জেলার সব থেকে ভাল ওষুধ বিক্রির মার্কেট রঘুনাথগঞ্জ এবং এ মহকুমা। ১৯৯৫ সালে পরিস্রুত জল সরবরাহের কেন্দ্র গড়ে ওঠে জঙ্গিপুর পারে। এতকাল রঘুনাথগঞ্জবাসী ফটিকজল বলে কাটিয়ে ২০০৫ সালে জঙ্গিপুরের পরিস্রুত জল পায়। প্রথমদিকে যেভাবে শোধন হচ্ছিল তাতে জলের মান কলকাতা তুল্য হয়ে উঠেছিল। পরে রঘুনাথগঞ্জ শহরে জল আসছিল ঘোলা ও সঠিকভাবে পরিস্রুত নয় বলে অভিযোগ করলে এক সাক্ষাৎকারে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান, দীর্ঘদিন পাইপ পড়ে থাকায় প্রথমদিকে জল কিছুটা ঘোলা হচ্ছিল। কিন্তু শোধন প্রক্রিয়া উভয় পারে একই পদ্ধতিতে চলছে। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জের জন্য অধিক পরিমাণ জল তুলে সরবরাহের জন্য থিতানো পাতন প্রক্রিয়ার সময়টুকুও পাওয়া যাচ্ছে না বলে সেডিমেন্ট না জমে জলে থেকে যাচ্ছে। দু' পারের জল দুটি বোতলে ভরে ল্যাবরেটরীতে টেস্ট করলে একই রেজাল্ট আসবে—দৃঢ়তার সঙ্গে একথা মৃগাঙ্ক জানান। মাঝে মাঝে জল বন্ধ থাকছে কেন ? প্রশ্নের উত্তরে পুরপতি জানান—অতিরিক্ত জল তোলার জন্য মেশিনকে রেস্ট দেওয়া ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটই জল সরবরাহের বিপত্তির কারণ।

কানুপুর-বহুতালী রাস্তার কাজ এখন দ্রুত গতিতে চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ ব্লকের কানুপুর-বহুতালী রাস্তার কাজ ১৯৬২ সালে শুরু হলেও নানা টালবাহানায় আজও চলাচলের ছাড়পত্র পায়নি। তার প্রধান অন্তরায় ঐ রাস্তার ওপর তিনটি ব্রীজ। এর মধ্যে পাগলা-২ ব্রীজের কাজ দু' বছর আগে শেষ হলেও অর্থের টানাপোড়েনে বাঁশলৈ ও পাগলা-১ দুটো ব্রীজে এতদিন হাত পড়েনি। বর্তমানে নাবার্ডের পাঁচ কোটি টাকায় ব্রীজ দুটোর নির্মাণ কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। এছাড়া বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টের ছ' কোটি টাকা পাওয়া গেছে। এই টাকায় পাগলা-২ ব্রীজ থেকে বাঁশলৈ ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তায় পীচের কাজ শুরু হচ্ছে। এর টেন্ডার এবং ওয়ার্ক অর্ডারও হয়ে গেছে। রাস্তাটি চালু হলে ঐ এলাকার মানুষকে বীরভূমের পাইকর হয়ে আর হিলোড়া বা আশপাশ (শেষ পৃষ্ঠায়)

সমাবর্তন উৎসব ২০০৬

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৭ বছর অতিক্রম করে ২৮ বছরে পা দিয়ে আনন্দধারা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব প্রতিবারের মত এবারেও উদ্‌যাপন হ'লো ৭ এবং ৮ জানুয়ারী '০৬ রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবন পিয়াল মঞ্চে। প্রথানুযায়ী উদ্বোধনী সংগীত, সভাপতিবরণ এবং সংস্থার উদ্যোক্তাদের বক্তব্যের মধ্যে অনুষ্ঠানের সূচনা, সেই সাথে পিয়াল স্মরণে নীরবতা পালন পরিবেশকে করে তুলেছিল ভাবগম্ভীর। কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র দেয়া ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অংগ। সেই সাথে বিশেষ সম্মান পুরস্কার হিসেবে সংগীতে বিকাশ সরকার, নৃত্যে দেবলীনা গুপ্ত এবং আবৃত্তিতে প্রসেনজিৎ মন্ডল (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে পৌষ, বুধবার, ১৪১২ সাল।

এসো পৌষ যেও না—

বাংলার ছয় ঋতুর সেরা ঋতু বসন্ত। তখন পড়ে গরমের আমেজ। শীতের প্রখরতা কমিয়া আসে, আবার গরমের আভাষ মাত্র গায়ে লাগে। গাছে গাছে ফুটিয়া উঠে ফুল। নব কিশলয় দেখা দেয় শাখি শাখে। শরীর মনে জাগিয়া উঠে আনন্দের শিহরণ। তবুও পৌষ মাসকে বলা হয় লক্ষ্মী মাস। যদিও এই মাসে শীতের কুহেলীতে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। শরীরের জড়তা যাইতে চাহে না। এই বৎসর কয়েক দিন হইতে শীত জাঁকাইয়া পড়িয়াছে। সকালে সূর্য উঠি উঠি করিয়া উঠিতেছে। তবুও এই মাসে মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা জীবনকে করিয়া তোলে আনন্দ মুখর। বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ধান। সেই পাকা ফসল কাটিয়া ঘরে আনিবার জন্য চাষীরা বড় আরামে পরিশ্রম করে। মনে আনন্দে নূতন উপার্জনের প্রত্যাশায়। শরীরের ক্লান্তি সহনীয় শীতের শীতলতার স্পর্শে। কৃষকের, গৃহস্থের চোখে ফুটিয়া উঠে সোনার স্বপ্ন। মনে জাগিয়া উঠে খুশীর উন্মাদনা। সে কারণেই স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সকলেই আনন্দ উৎসবে, লক্ষ্মীর আরাধনায় মাতিয়া উঠে। এই মাসেই 'ধান কাটা হয় সারা'। ভারী ভারী ধান গো শকটে বোঝাই হইয়া মাঠ হইতে ঘরে আসে। বাতাসে ভাসে ধানের গন্ধ। অপরদিকে তরিতরকারীর ক্ষেতেও অপর্যাপ্ত ফসলের সমারোহ। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মুলো, পালং প্রভৃতি বিবিধ শাখের আমদানী হাটে বাজারে। তবুও সবজীর মূল্য নিম্নমুখী নয়। সকল প্রকার মশলার দামও এই মাসে কম থাকে। কিন্তু বর্তমানে তাহা নাই। নূতন ধানের নূতন চাউল বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। চাষীর ঘরে যেমন অপর্যাপ্ত ফসল, তরিতরকারী, সবজীর বিনিময়ে আসে অর্থ। আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেয় সকল শ্রেণীর গৃহস্থের ঘরে। সেই আনন্দকে উপলব্ধি করিবার জন্যই গ্রামের শহরের যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষেরা এই সময়ে চিত্তবিনোদনের মানসে বনভোজনের আয়োজন করে। এই সময়েই সূর্য্যের কিরণেও আসে সুখের স্পর্শ, স্নিগ্ধতা যাহা শরীর ও মনে জাগায় পরম তৃপ্তি। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া হয় পিঠেপুলি, পায়েস প্রভৃতি রুচিকর ভোজনের আয়োজন। সেই কারণেই পৌষকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালী হৃদয় মাতিয়া উঠিয়া বলে—'এসো পৌষ যেও না।' পৌষ বরণ বাঙ্গালীর অতি প্রাচীন প্রথা। এই বৎসরও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। অবশ্য বাজারে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বৎসর দর একটু ঊর্ধ্বে রহিয়াছে।

পৌষ শেষ হইতেছে। সুখের এই মাসটিকে বিদায় দিতে মানুষ বড়ই ব্যথিত। শীতের প্রচন্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত দরিদ্র মানুষও আহারের সুখের জন্যই এই মাসকে বিদায় দিতে চাহিতেছে না। তাই সংক্রান্তি উৎসবে পৌষের শেষ দিনে লক্ষ্মী মাসকে আবাহন করিয়া বেদনার্ত কন্ঠে সকল বাঙ্গালী কহিবে—'এসো পৌষ, যেও না।'

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কংগ্রেসীদের অন্তর্কলহ প্রসঙ্গে

গত ২১শে ডিসেম্বর '০৫ জঙ্গীপুর সংবাদে 'মহকুমা কংগ্রেসের কোন্দল কোন্ পথে?' শীর্ষক নিবন্ধে জঙ্গীপুর পুরসভার বিরোধী দলনেতা মহকুমা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিকাশ নন্দ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'যখন পুলিশের অত্যাচারে পা যায় আমার তখন এইসব নেতারাই দুষ্কৃতি ধ্রুব ব্যানার্জীর সঙ্গে দিনের পর দিন আড্ডা মেরেছেন, এদের ভূমিকা ছিল ন্যক্কার-জনক ...।' সম্ভবতঃ মুক্তি ধরকেই এই ইঙ্গিত করেছেন। মুক্তি যদি এই ধরনের ব্যবহার সত্যিই করে থাকেন, তবে নিশ্চয় নীতি বহির্ভূত কাজ করেছেন। তবে গত পৌর নির্বাচনে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য পৌরপিতা নির্বাচিত হওয়ার দিন সৌজন্যবশত বিভিন্ন ওয়ার্ডের কমিশনারের সঙ্গে হাত মেলান। ঐ দিন বিরোধী দলের নেতা হয়ে কোন্ যুক্তিতে বিকাশবাবু হুড়মুড় করে মৃগাঙ্ক-বাবুর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছিলেন? তিনি সেদিন মৃগাঙ্কবাবুকে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন, 'আপনার বিরোধিতা করবো না' না অন্য কিছু। এই ধরনের ছলনা কি ন্যক্কারজনক নয়? আপনি আরও বলেছেন, 'জেলায় প্রভাব খাটিয়ে আমিই মুক্তিকে জেনারেল সেক্রেটারীর পদে আসতে সাহায্য করি।' সামাজিক জীব হিসাবে বলি মানুষ প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভর-শীল। কোন মানুষ যদি অপরের দ্বারা উন্নতিলাভ বা বিপদে-আপদে সহযোগিতা পায় তবে কি তিনি প্রচার করবেন, তার সহযোগিতা পাওয়ার কথা। বিকাশবাবু পরোপকারী বলে হাইলাইট করে কোন মহানুভবতার পরিচয় দিলেন। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক সভাপতি সমীর পন্ডিত বলেন, 'হাবিবুর রহমান বা মহঃ সোহরাব যাঁরা এখানে কংগ্রেসের প্রদীপ জ্বালিয়ে-ছেন, তাঁরা কেউ জানেন না পার্টি অফিস কেনার কথা...।' সমীরবাবু হওতো জানেন, গত বিধানসভা ভোটে বামফ্রন্টকে পর্যুদস্ত করতে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের জোট হয়। কিন্তু হাবিবুর রহমান ও মহঃ সোহরাব কি সেই জোটের পরিপন্থী ছিলেন? তাঁরা জাতীয় কংগ্রেসের "হাত" প্রতীক না পেয়ে 'টিউব-ওয়েল' প্রতীক নিয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে দলীয় স্বার্থকে ছোট করে দলকে ব্যক্তি স্বার্থে বা পারিবারিক স্বার্থে ব্যবহার করেননি? যাইহোক বিকাশবাবু ও সমীরবাবু প্রত্যেক মানুষের চলমান জীবনে ভুল হতেই পারে। সেই ভুলের সংশোধনও করা যেতে পারে। তাই নিজেদের মধ্যে ভুল বা অন্তর্কলহ প্রকাশ্যে না এনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে বসে একটা সুষ্ঠু বিহিত করা বাঞ্ছনীয় নয় কি?

মহঃ জাকির হোসেন/জঙ্গীপুর

ক্যামেলিয়ার অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এডস্, সাক্ষরতা, শিশুশিক্ষা, শিশু নারী পাচার, পণপ্রথা, বনসৃজন ইত্যাদি সামাজিক বিষয় নির্ভর মুকাভিনয়, নাটক, নৃত্যসহ সঙ্গীতের মাধ্যমে সচেতনতা প্রচার কর্মসূচীর এক অসাধারণ উদ্যোগ নিয়েছে বহরমপুরের কালচারাল এন্ড মাল্টি এডুকেশন লিংক ইন অ্যাকশন (ক্যামেলিয়া) সংস্থাটি। সম্প্রতি বহরমপুর ঋত্বিক সদনে ক্যামেলিয়ার নিজস্ব উদ্যোগে দুঃস্থ, অনগ্রসর, সংখ্যালঘু প্রতিবন্ধী শিশু কিশোর কিশোরীদের নিয়ে সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ ও কারা বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ প্রমথেশ মুখার্জী, স্থানীয় পুরসভার প্রাক্তন কমিশনার কার্তিক সাহানা, ক্যামেলিয়ার উপদেষ্টা বিশ্বনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ। মন্ত্রী ক্যামেলিয়ার দুঃস্থ প্রতিবন্ধী, অবহেলিত শিশু কিশোর কিশোরীদের সামাজিক বিষয় নির্ভর নাটক, মুকাভিনয়, নাচ, গান দেখে আপ্লুত হন। এবং এই সংস্থার শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তার আশ্বাস দেন। ক্যামেলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক, নাট্য পরিচালক ও মুকাভিনয় (৩য় পৃষ্ঠায়)

সেলেব্রিটি

শীলভদ্র সান্যাল

'আচ্ছা, আপনার রোববারগুলো কেমন কাটে ? আপনার প্রিয় খাদ্যাভ্যাস কী ? আপনি যে এই লাইনে এলেন, সবচেয়ে বেশি উৎসাহ জুগিয়েছিলেন কে ? ধরুন, আপনাকে যদি সাতদিনের জন্য কোনও নির্জন দ্বীপে ছেড়ে দেওয়া হয়, সবচেয়ে প্রিয় কোন্ তিনটে জিনিস আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন ?' প্রশ্নগুলি যাঁর উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত, তিনি অবশ্যই একজন সেলেব্রিটি। তাঁর সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত কয়েকটি প্রশ্ন কাগজ থেকে সংকলন ক'রে এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে। ইদানিং ক্লাবের দুর্গা প্রতিমা যাঁকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হয়, তিনি একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ কিনা সেলেব্রিটি। প্রশ্ন উঠতে পারে, মাতৃ আরাধনার আবার উদ্বোধন কী ? কেন ? এ তো সেকালেও ছিল ! বণিক কুলপতি চাঁদ সদাগর মনসা পুজো করেছিলেন বলেই উপেক্ষিতা দেবী মর্ত্তে পুজার ছাড়পত্র পেলেন ! শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধনের জেরে দেবী দুর্গা তাঁর পুজো বসন্তকাল থেকে এগিয়ে শরতে নিয়ে এলেন। বাসন্তী থেকে হলেন শারদা। কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো প্রচলনের পেছনেও তো মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের সময়ে এক একজন সেলেব্রিটি। সুতরাং আধুনিক কোনও সেলেব্রিটিকে দিয়ে পুজোর উদ্বোধন করা যেতেই পারে ! তাতে পুজোর মান অন্য মাত্রায় উন্নীত হয়, ক্লাবের মর্যাদা বাড়ে। সর্বোপরি লোকের ভিড় হয়, প্রতিমা নয়, তাঁকে দেখবার জন্য। বইমেলার এত নম্বর স্টলে অমুক চাকলাদারের চতুর্দশতম কবিতার বইটি উদ্বোধন করবেন তমুক চক্কোত্তি, ওঁরা প্রত্যেকেই সেলেব্রিটি। ধূমায়মান কফি সহযোগে রবিবারের সান্ধ্য আড্ডা, বিতর্কসভা, সেমিনার, সিম্পোসিয়াম প্রভৃতি স্থানে এঁদের দেখতে পাবেন আপনি। গরম মশলা দিলে যেমন রন্ধন দ্রব্যের স্বাদই পাল্টে যায়, আতরের গন্ধে চারিদিক ম ম করে, তেমনি এঁদের মহার্ঘ উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের রঙটাই কেমন বদলে যায় ! হাই ভোল্টেজ পাওয়ারের মত এঁরা তাঁদের 'ইমেজ' মহিমার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে লোক টানতে সক্ষম। ফিল্ম স্টার, মন্ত্রী, সঙ্গীত শিল্পী, নট, নৃত্যশিল্পী, রাজনৈতিক নেতা, বিখ্যাত খেলোয়াড়, প্রাতষ্ঠিত সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মাফিয়া ডন—এঁরা সবাই সেলেব্রিটি। এঁদের মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি কদর, নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না, ফিল্ম স্টারদের। যাঁর যত বেশি ছবি 'হিট' করেছে, যাঁর অর্থমূল্য যত বেশি, সব প্রযোজককে একসঙ্গে ডেট দিতে পারেন না এবং যিনি বাইরে বেরুলে যত বেশি মবড্ (জনাক্রান্ত বা ফ্যানাক্রান্ত) হয়ে যান, তিনি তত বড় সেলেব্রিটি। এঁদের মধ্যে অনেকে তাঁদের বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে সেখানেও সমান সফল। নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে সাংসদ অথবা মন্ত্রী, এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত। আর যাঁরা পোড় খাওয়া রাজনীতিক, বিশেষতঃ যাঁর জঙ্গি ইমেজ যত বেশি, অথবা জনমোহিনী শক্তি এবং প্রায়ই যাঁর ছবি কাগজে ছাপা হয়, তিনি একজন বড় সেলেব্রিটি তো বটেই। এবারে চলুন সাহিত্যিকদের পাড়ায় ঘুরে আসি। যে সাহিত্যিক যত বেশি সংখ্যক পুজো সংখ্যায় লিখে থাকেন, যাঁর শতাধিক বই বাজারে বেরিয়ে গেছে একাধিক সংস্করণ সমেত এবং যাঁর একটি লেখা পাবার জন্য সম্পাদক মশাইরা হা-পিত্যেশ করেন, তাঁকে সেলেব্রিটি না বলে উপায় কী ? খেলাধুলার জগতে ক্রিকেটারদের মত এতবড় সেলেব্রিটি আর কারা ? সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারের কথা না তো ছেড়েই দিলাম, একটা দু'টো ওয়ান ডে-তে ধুন্ধুমার ব্যাটিং বা দুর্দান্ত বোলিং করে সব সেলেব্রিটি হয়ে যাচ্ছে, মিডিয়ার উজ্জ্বল আলোর ফোকাস এসে পড়ছে তার ওপর, তাকে দিয়ে মডেলিং করানোর জন্য কোম্পানিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে। টিভির পর্দায় মাছির মত সেঁটে থেকেও তৃপ্তি নেই যেন, পরদিনের টাটকা খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সবাই. ওদিকে উঠতি স্টারকে ঘিরে অটোগ্রাফ শিকারিদের ভিড়, টিন এজার মেয়েরা প্রেমে পড়ার জন্য পাগল। যদিও অলিম্পিক পদক প্রাপ্তির তালিকায় আমরা ঠিক কোথায়, তা দুরবীণ দিয়ে চোখে দেখতে হবে। ঘাঁটতে হবে রেকর্ড বুক, ঠিক কত বছর আগে আমরা হকিতে সোনা পেয়েছিলাম। ইদানিং আবার এক টেনিস সুন্দরীকে নিয়ে খুব হৈ চৈ হচ্ছে। একটিও আন্তর্জাতিক খেতাব না জিতেও শুধুমাত্র র‍্যাঙ্কিয়ের জোরে সম্প্রতি তিনি এক নামী সেলেব্রিটি। তাঁর জন্মদিনে কেক খাওয়ার ছবি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে ছাপা হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতা, সাহিত্যিক ও অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটাররা লেখেন আত্মজীবনী, কোনও কোনও সেলেব্রিটি সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিজেদের জড়িয়ে নেন, এঁদের মধ্যে দু' একজন ব্যতিক্রমী সেলেব্রিটি যাঁরা মাদাম তুঁজোর স্টুডিওতে মোমের স্টাচু হয়ে যান। মাফিয়া ডন, বিশেষতঃ যাঁরা আন্তর্জাতিক চক্রের প্রধান পান্ডা, সেলেব্রিটির দৌড়ে তাদের ধারে কাছে কেউ আসে না। এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের ঘেরাটোপে প্রচ্ছন্ন, দুর্লভদর্শন, গোয়েন্দাবাহিনী, এমন কি, ইন্টারপোলের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে এইসব আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীরা তো জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তি। বড় রকমের সেলেব্রিটি।

সেলেব্রিটি হওয়া বা করার পেছনে মিডিয়ার ভূমিকা অপরিসীম। মিডিয়ার নাগরদোলায় কেউ উঠছে, কেউ নামছে। যার যখন যেমন ফর্ম তার তেমনই বাজারদর। যারা উঠতি যশঃপ্রার্থী, তারা যেমন মিডিয়ার ছিটেফোঁটা দাক্ষিণ্য পাবার জন্য ব্যাকুল, তেমনই নিজের উৎকর্ষ ও মিডিয়ার কল্যাণে যারা প্রতিষ্ঠিত, তাদের পেছন পেছন ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে বিজ্ঞাপনের স্পনসরসিপ। পেপসি থেকে পেপসোডেন্ট, মিরিন্দা থেকে ম্যাগডাওয়েল, হেয়ার ডাই থেকে হাজা-র ওষুধ—যে কোনও বিজ্ঞাপনে সেলেব্রিটিদের চাহিদা আজকাল তুঙ্গে। বিপণনের দুনিয়ায় তারাই তো রোল মডেল।

সম্প্রতি এক আত্মীয়ের কন্যার বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কলকাতা গিয়েছিলাম। আলো ঝলমলে এক সন্ধ্যায়, ভোজবাড়ির ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ দেখি, এক ঝাঁ চকচকে গাড়ি থেকে নেমে এলেন এক উগ্র আধুনিকা, সুবেশা তনবী। হাজির হওয়া মাত্র তাঁকে ঘিরে উৎসুক সকলের ভিড়। আমার চারদিক প্রায় ফাঁকা। স্বভাবতই কৌতূহল হল। পরে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, উনি ছোট পর্দার একজন নিয়মিত অভিনেত্রী। এবং তাঁকে চিনিনা শুনে সকলে আমার প্রতি সবিস্ময়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। মনে মনে নিজের অজ্ঞতায় সংকুচিত হয়ে ভাবলাম, একজন আস্ত সেলেব্রিটি বিয়ের ভোজসভায় এসে তাঁর গ্লামারের রোশনাই জেবলে দিয়ে গেলেন, আর আমি তাঁকে চিনতে পারলাম না ! ছিঃ ছিঃ ! লজ্জার একশেষ। □

ক্যামেলিয়ার অনুষ্ঠানে মন্ত্রী

(২য় পৃষ্ঠার পর)

শিল্পী সুজিতকুমার দাস দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, অবহেলিত ও প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন। ক্যামেলিয়া তারই ভাবনা চিন্তায় ঐ সমস্ত শিশু কিশোর কিশোরীদের পুনর্বাসন ও কল্যাণের একটি কেন্দ্র গড়ে তুলতে চায়। সংস্থার সভাপতি মহঃ আজিজুল হক জানান, সরকারি প্রকল্পে ক্যামেলিয়া কাজ করলে সরকারের প্রকল্পগুলির প্রচারে যেমন সাড়া পড়বে তেমনই সংস্থার বঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসবে ও সামান্য আর্থিক সাহায্যে তারা উপকৃত হবে।

নাচা আর নাচানো

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

পাখির ঘর বাঁধা দেখে মানুষ বাড়ী তৈরী করা শিখেছিল। পিঁপড়ের মুখে খাবার সঞ্চয় করা মানুষকে ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়েছিল। গুহাচিত্র মানুষকে শক্তি জোগাতে ম্যাজিক বিলিভ দিয়েছিল। আদিম মানুষ পাহাড়ী সুরিপথে বা লিকে পা ফেলে ফেলে হেঁটে তাল সৃষ্টি করেছিল। আনন্দ উত্তেজনার ভরে মানুষ বোল শিখেছিল। ক্রমে ক্রমে তাল বোল মিলে মিশে যুগে যুগে 'নৃত্য' বা নাচ গড়ে তুলেছে। বিবর্তন নাচকে আঙ্গিক দিয়েছে। নটরাজ থেকে ভারতনাট্যম। দেব থেকে দানব বা মানব—সব সভায় নাচের বর্ণনা পাওয়া যায়। নাচতে আর নাচাতে না পারলে দক্ষিণে জীবন বৃথা। কথাকলি, কুচীপুরী, ভারত-নাট্যম, সাঁওতালী, রবীন্দ্রনৃত্য সব ছাড়িয়ে আই অ্যাম এ ডিস্কো ড্যান্সার রক, ডিস্কো এ যুগে ছোঁড়া থেকে বুড়ি কারো নাই এখন পরোয়া কিসকো।

ভারতচন্দ্রের যুগে ছিল যেমন নাচ হরের ঘরে তেমনি নাচ আমার ঘরে। তার আগেও কালকেতুর যুগ ছাড়িয়ে এল এখন 'আসিক বানাও' নাচ। রঘুনাথগঞ্জ মফঃস্বল শহর পুজোতে বউ নাচে মেয়ে নাচে। এ প্রথা হাসপাতাল কলোনী থেকে উঠে এসেছে বলে কেউ। কেউ বলে সুরী বাড়ি থেকে রাস্তায় বউ মেয়েরা নাচতে শুরু করেছে। সবাই আনন্দ করে, আমরা করলে দোষ কি? নাচলো মহিলা পরিচালিত পূজা কমিটির সদস্যারা। এবার রেওয়াজ আওয়াজ বৃদ্ধি পেয়ে সব পুজোয় এমনকি বিয়েতে জল ভরে আসা যাওয়ার পথে ছুঁড় নাচে নাচুক, বুড়িও নাচে? এ প্রশ্ন এখন মুখে নয় চোখে চোখে। দিদিমা নাচে নাতির সঙ্গে ঘরে ঘরে এটা নতুন নয়। রাস্তায় যখন এমনি নাচে লোকে বলে বুড়িও রাস্তায় কোমর দুলিয়ে নাচে—কালে কালে হবে কি? দিদিমা এবার যুবতী নাতনির হাত ধরে কিম্বা শাশুড়ী বউ এর হাত ধরে। অবক্ষয় না অসময়ে সাধ মেটানো? নাচতে নাচতে আর অদৃশ্যে একজন নাচাতে নাচাতেই নিয়ে যাবেন বলে তারই মহড়া কি?

হাট থেকে কুরবানীর গরু আনতে গিয়ে বাধা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উমরপুর হাট থেকে গত ১ জানুয়ারী জঙ্গিপুর এলাকার ইসলামপুর গ্রামের ওস্তাজী সেখ নামে এক ব্যক্তি কুরবানির জন্য একটা গরু কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। ব্রীজের শেষে মহম্মদপুর হলুদ মিলের কাছে জঙ্গিপুর ফাঁড়ির জনৈক দালাল মহম্মদপুরের মহসীন ওস্তাজীর পথ অবরোধ করে গরু সমেত তাঁকে ফাঁড়ি নিয়ে যেতে চান। টগর সেখ স্থানীয় কয়েক-জনকে নিয়ে এর প্রতিবাদ করেন ও বাধা দেন। পরিস্থিতি সামলাতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক কনষ্টেবল এসে উত্তেজিত জনতাকে ভয় দেখায়। এলাকার মানুষের বক্তব্য—ধর্মীয় কুরবানির উদ্দেশ্যে হাট থেকে একটি গরু কিনে নিয়ে এসে ওস্তাজী কি দোষ করেছে? পুলিশের মদতে নিয়মিত শয়ে শয়ে গরু পাচার হচ্ছে।

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই মাঘ ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড পছন্দ
করে নিতে সরাসরি
চলে আসুন।
॥ কার্ডস ফেয়ার ॥
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

অনেকের বক্তব্যেই প্রকাশ পেল (১ম পৃষ্ঠার পর)

জেলা যুব সাধারণ সম্পাদক মানস প্রামাণিক বলেন, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে নেতা তৈরী হয়, নেতা বানাতে হয় না। মান্নান হোসেন জেলা যুব সভাপতি থেকে আজ কংগ্রেসের একজন দায়িত্বশীল নেতা। তাঁর শূন্য পদ পূরণ করেন অরিৎ মজুমদার। জঙ্গিপুর মহকুমার সভাপতি সেখ নেজামুদ্দিন বলেন—বাম সরকার হত্যা করে, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে, ভিটে ছাড়া করে মুর্শিদাবাদে হারানো মাটি উদ্ধারের চেষ্টায় নেমেছে। পাড়ায় পাড়ায় মদের লাইসেন্স দিয়ে, ভিডিও হাউসে ব্লু ফিল্ম দেখানোর সুযোগ করে দিয়ে যুব গোষ্ঠীর চরিত্র নষ্ট করে সংসারে অশান্তির বাতাবরণ তৈরী করছে। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জমিহারা চাষীদের চাকরী না দিয়ে সিপিএম ক্যাডারদের চাকরী পাইয়ে দেবার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের একত্রিতভাবে আন্দোলনে নামতে হবে। যুব নেতা সামাদ আলি ও তিলক দাস অধীর চৌধুরী নিঃসর্তভাবে মুক্তি না পেলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারী দেন। সুতী-১ ব্লকের যুব নেতা আশিস ঘোষ তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কার জানান—কংগ্রেসকে মজবুত করতে হলে নেতৃত্বের লোভ ছাড়তে হবে। কর্মীদের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। প্রথম সারির নেতাদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে জঙ্গিপুরে কংগ্রেসের মাটি শক্ত করা যাবে না। অরুণ, বিকাশ, বাপিদের কর্ম সংস্কৃতিই জঙ্গিপুরের কংগ্রেসের ঘাঁটিকে মজবুত করতে সক্ষম হবে। এছাড়া নুরুল ইসলাম, সমীরুদ্দিন বিশ্বাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সম্মাবর্তন উৎসব ২০০৬ (১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্মানিত হন। অনুষ্ঠানের একঘেয়েমি মানসিকতা কাটাতে বিভিন্ন আংগিকের উপস্থাপনা প্রশংসনীয়। রবীন্দ্র চিন্তা ভাবনায় স্বদেশ পর্যায়ের গান কিংবা কাজী নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট বা সেই সাথে ঠাকুরমার কোলে বসে শোনা রূপকথার সেই লালকমল-নীলকমলের জগতে আবার হারিয়ে যেতে কার না ভালো লাগবে। বাদ যায়নি উচ্চাঙ্গ নৃত্য পরিবেশন বা তবলা লহরার মত অনুষ্ঠান। 'ছন্দের জলছবি', 'সমাজবন্ধু' 'চটি কাহিনী', ভাবতনাট্যম্, অর্ধভুজেশ্বরী, রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা কবিতার পটভুমিকায় 'কালো ঘোমটার নীচে' বা বন্দেমাতরম্' পরিবেশনা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। প্রায় অনুষ্ঠানেই কচিকাচাদের ভুমিকা অনুষ্ঠানের আকর্ষণ আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিল। ছোট্ট শিল্পী মাষ্টার ইমনকে ভোলার নয়। বসুন্ধরা মডার্ণ রাইস মিলের পক্ষ থেকে প্রবীণ শিল্পী ও আনন্দধারার প্রতিষ্ঠাতা অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। সঞ্চালক ধীরাজ দাস এবং অমিতাভ বান্ধ্যা তাঁদের ভুমিকা যথাযথ পালন করেন। 'কারার ঐ লৌহকপাট', রিমঝিম ঘন ঘনরে সেই সাথে 'তবলা লহরা' প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কিছু অসংগতি চোখে পড়লেও আনন্দধারা পরিবেশিত দু' দিনের অনুষ্ঠান মনে রাখার মত। শব্দক্ষেপণ ব্যবস্থা যথাযথ না হওয়ার জন্য মাঝেমধ্যে যেমন অনুষ্ঠানের ছন্দ পতন হয়েছে সেই সাথে ব্যবস্থাপনা আরও বেশী পরিকল্পনা মাফিক হলে অনুষ্ঠান পর্ব আরও বেশী মনোগ্রাহী হতো।

দ্রুত গতিতে চলছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামে যেতে হবে না বলে জানান সুতীর বিধায়ক জানে আলম। রাস্তার প্রয়োজনে বি, এ, ডি, পির ছ' কোটি টাকা সংগ্রহে জানে আলম দ্বিধাহীনভাবে জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীর কৃতিত্বের কথা স্বীকার করেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।